সমিতির সার্কুলার

WEST BENGAL COLLEGE & UNIVERSITY TEACHERS' ASSOCIATION
(REGISTERED UNDER ACT XXI 1960)
89, MAHATMA GANDHI ROAD, KOLKATA-700 007
Telefax : 2241-2060/2219-8930, E-mail: wbcuta@yahoo.in
www.wbcuta.org

NOTICE

This is to notify for all the Primary Units of WBCUTA that the last date of Enrolment/Renewal of Membership of 2019-2020 will expire on 31-03-2020. The Convener of the Primary Units of the Colleges/Universities are requested to pay the yearly subscription of the members of **Rs. 300/-(Rupees Three hundred each)** as early as possible.

Please submit the list of the names of the members in the following format preferably typed along with the Annual Membership Fee.

Sl.No	Name of the Member	Designation	Mobile No.	Amount

04 - 01-2020
Kolkata

(Kesab Bhattacharya)
General Secretary
WBCUTA

সার্কুলার ১/২০২০ তারিখ : ০৪ - ০১ - ২০২০

কনভেনার প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

প্রথমেই জানাই নতুন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ৯৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সার্বিক সাফল্য লাভ করেছে। এর জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

প্রতিটি প্রাইমারি ইউনিটকে এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে ২০১৯-২০ বছরের সদস্যপদ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১-০৩-২০২০। আহ্বায়কগণ তাদের ইউনিটের সদস্যপদ যত দ্রুত সম্ভব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, নির্দিষ্ট বয়ানে জমা দিন।

অভিনন্দন সহ-

(কেশব ভট্টাচার্য্য)
সাধারণ সম্পাদক

সার্কুলার- ২/২০২০ তারিখ : ১৭ - ০১ - ২০২০

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

আপনাদের সকলকে ইংরেজী নববর্ষ ২০২০-র শুভেচ্ছা জানাই। গত ৮ জানুয়ারি ২০২০ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে এ.আই.ফুকটো সমর্থিত ২৪ ঘন্টার ভারত বনধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সংগ্রামী অভিনন্দন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন গত ৩০-১২-২০১৯ তারিখে মাননীয় রাজ্য সরকারের অর্থদপ্তর থেকে আমাদের রাজ্যে ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ইউ. জি. সি.-র সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে এক আদেশনামা প্রকাশিত হয়। এই আদেশনামায় ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ চার বছরের বকেয়া আর্থিক বঞ্চনা সহ আরো বেশ কিছু বঞ্চনার বিষয় যুক্ত হয়, **যেমন ১ জানুয়ারি ২০১৬ পর থেকে এম. ফিল. / পি. এইচ. ডি.-র ইনক্রিমেন্ট রোধ, বাঞ্চিং এফেক্টের অনুপস্থিতি, অধ্যক্ষবন্ধুদের বেতন বৈষম্য, চার বছর পর অধ্যক্ষ পদ থেকে অধ্যক্ষবন্ধুদের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক পদে অবনমন সহ অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদের পেনশন রিভিশনের বিষয়টিও অনুপস্থিত এই সরকারী আদেশনামায়।** এই আদেশনামা প্রকাশিত হওয়ার পর সারা রাজ্যে অধ্যাপক, অধ্যক্ষ সহ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকবন্ধুদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তীব্র অসন্তোষ। যদিও শিক্ষাদপ্তরের এই আদেশনামাকে ভিত্তি করে ডি. পি. আই.-এর আদেশনামা এখনো প্রকাশিত হয়নি, তথাপি সদস্যবন্ধুদের উৎকণ্ঠা নিরসনে সমিতি ইতিমধ্যেই ৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের আর্জি জানিয়ে সাক্ষাতের সময় চেয়ে চিঠি দিয়েছে। এই অবস্থার পাশাপাশি গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সরকার অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক, আংশিক সময়ের অধ্যাপকবন্ধু সহ অতিথি অধ্যাপকবন্ধুদের সরকারী আদেশনামা নিয়েও বন্ধুদের মধ্যে তৈরী হয়েছে চরম অস্থিরতা। সমিতি সরকারী এই আদেশনামায় অতিথি অধ্যাপকবন্ধুদের জন্য ঘোষিত বেতনক্রমকে অভিনন্দন জানালেও সরকার অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক, আংশিক সময়ের অধ্যাপকবন্ধুদের বঞ্চনার বিষয়গুলি **যেমন সিনিয়ারিটি বিবেচনা না করা, সাপ্তাহিক কাজের সময় ২৫ ঘন্টা থেকে কমিয়ে ১৫ ঘন্টা করা, অবসরের বয়স ৬০ বছর অপরিবর্তিত রাখা, রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকদের এই আদেশনামায় অন্তর্ভুক্ত না করা** ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ সরকারী পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে সমিতি ইতিমধ্যেই ১৪ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে সাক্ষাতের সময় চেয়ে চিঠি দিয়েছে।

রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষক বিরোধী এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমিতির ডাকে সারা রাজ্য জুড়ে কর্মবিরতি কর্মসূচীকে আপনার সফল করেছেন। সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারের এই দমন-পীড়ন মানসিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচী সংগঠিত করে চলেছে। এমতাবস্থায় রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত নায্য পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে গতকাল ১৬ জানুয়ারি, ২০২০ সমিতির কর্মসমিতির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। ইউ. জি. সি.-র সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে ডি. পি. আই.-এর আদেশনামা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো অপশন ফর্ম ফিল-আপ করব না।

২। রাজ্যের অধ্যাপক, সরকার অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপক, আংশিক সময়ের অধ্যাপক, অতিথি অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অধ্যক্ষ সহ সদস্যবন্ধুদের পেশাগত দাবি পূরণ না হলে, সমিতি সম-মনোভাবাপন্ন

সংগঠনগুলির সাথে যৌথভাবে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচীতে সামিল হবে।

৩। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা রাজ্য জুড়ে সমিতির সদস্যবন্ধুরা কর্মস্থলে দাবি ব্যাজ পড়ে 'দাবি সপ্তাহ' পালন করবেন।

৪। আমাদের রাজ্যে ১ জানুয়ারি ২০১৬-র পরিবর্তে ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ইউ. জি. সি.-র সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ায় সদস্যবন্ধুদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সম্বলিত একটি তালিকা অতিদ্রুত সমিতি সদস্যবন্ধুদের হাতে পৌঁছে দেবে।

বন্ধুরা অবগত আছেন সমিতি রাজ্যের শিক্ষা আইনকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছে ২০১৮ সালে এবং জনস্বার্থে বদলির বিষয়ে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট যদিও সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করেছেন, তবুও বন্ধুদের জানাই এই লড়াই অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ। আপনারা অনেকেই এই লড়াইতে সমিতির সংগ্রামী তহবিলে আর্থিক সাহায্য করেছেন। এখনো যেসব সদস্যবন্ধু সমিতির সংগ্রামী তহবিলে আর্থিক সাহায্য করেননি, তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা প্রত্যেকে **ন্যূনতম ৩০০ টাকা** সমিতির সংগ্রামী তহবিলে জমা করে সমিতির আন্দোলন কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে চলুন।

এন. আর. সি./ সি. এ. এ./ ক্যাব-প্রত্যাহারের আন্দোলনের পাশাপাশি দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালেয় ছাত্র-শিক্ষকের উপর, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর দুষ্কৃতীদের বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে সারা দেশ সহ আমাদের রাজ্য যখন উত্তাল এমতাবস্থায় গতকাল সমিতির কর্মসমিতির সভায় রাজ্যে পার্ক সার্কাস ময়দানে এন. আর. সি./ সি. এ. এ./ ক্যাব-প্রত্যাহারের আন্দোলনে সহমর্মিতা জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। আপনারা অবগত আছেন সমিতি ৬ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালেয় ছাত্র-শিক্ষকের উপর দুষ্কৃতিদের বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেছে।

আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই আন্দোলন কর্মসূচী চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হোন এবং আগামীতে রাস্তায় নেমে সমিতির আন্দোলন, প্রতিবাদ কর্মসূচীতে সামিল হবেন, এই প্রত্যাশায় রইলাম।

ধন্যবাদ সহ

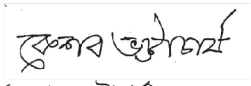

(কেশব ভট্টাচার্য)
সাধারণ সম্পাদক

সার্কুলার- ৩/২০২০ তারিখ : ০২-০২-২০২০

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

আপনারা সকলেই অবগত আছেন গত ২৮-০১-২০২০ তারিখে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অধ্যাপক সমিতির নেতৃত্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কল্যাণ সমিতি এবং সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনের পরে ইউ. জি. সি. সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত একটি সংশোধিত সরকারী আদেশনামা প্রকাশ হলেও আমাদের অনেক দাবি এখনও পর্যন্ত অনাদায়ী থেকে গেছে। ১.১.২০১৬ থেকে ইউ. জি. সি. সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ **Notionally** কার্যকর করবার জন্য ১.১.২০১৬ থেকে ৩১.১২.২০১৯ এই চার বছরে শিক্ষকদের ক্ষতির (প্রাপ্য বকেয়া - Entry Point ধরে) আনুমানিক একটি হিসাব এখানে দেওয়া হল।

* অধ্যক্ষ - আনুমানিক ক্ষতি ১৯,৯১, ৫৯০ টাকা। * অধ্যাপক - আনুমানিক ক্ষতি ২৩,১৫,০০০টাকা। * সহযোগী অধ্যাপক - আনুমানিক ক্ষতি ২১,১৫,৫২০ টাকা। * সহকারী অধ্যাপক (**AGP-** ৮০০০ টাকা) - আনুমানিক ক্ষতি ৯,৫০,০০০ টাকা। * সহকারী অধ্যাপক (**AGP-** ৭০০০ টাকা) - আনুমানিক ক্ষতি ৯,২৩,৫৯০ টাকা। * সহকারী অধ্যাপক (**AGP-** ৬০০০ টাকা) - আনুমানিক ক্ষতি ৭,৭১,৫৭০ টাকা।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে ইউ. জি. সি. সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ আমাদের রাজ্যে ১.১.২০১৬ থেকে **Notional -** এর পরিবর্তে **Acutally** কার্যকর করা সহ অন্যান্য বঞ্চনার প্রতিবাদে যে আন্দোলন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে সে বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। আগামী ৭-১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ সারা রাজ্যে 'দাবি সপ্তাহ' পালিত হবে। সদস্য বন্ধুদের কাছে অনুরোধ আপনারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রাত্যহিক কাজের সাথে সপ্তাহব্যাপী দাবি ব্যাজ পরে দাবি সপ্তাহ পালন করবেন। প্রত্যেক জেলায় দাবি ব্যাজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত জেলা সভাপতি ও সম্পাদককে অনুরোধ আপনারা অবিলম্বে সব কলেজের প্রাইমারী ইউনিটের কনভেনারদের কাছে পৌঁছে দিন। এই দাবি ব্যাজে যে যে দাবি গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

* ইউ.জি.সি-র সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী চার বছরের (১ জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯) বকেয়া প্রদান করতে হবে।
* **'ROPA'**-র পরিবর্তে 'ইউ. জি. সি.'-র উল্লেখ করে প্রস্তাবিত নতুন বেতনক্রম সংক্রান্ত সরকারি আদেশনামা সংশোধন করতে হবে।
* 'জনস্বার্থে' বদলি বন্ধ করতে হবে।
* চুক্তিভিত্তিক, আংশিক সময়ের এবং অতিথি শিক্ষকসহ চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকদের জন্য সিনিয়ারিটি অনুযায়ী নির্দিষ্ট বেতনক্রম ও চাকরির নির্দিষ্ট শর্তাবলী চালু করতে হবে।
* সপ্তম ইউ. জি. সি. বেতনক্রমের সুপারিশ অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের যথাযথ পেনশন রিভিশন করতে হবে।

২। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ (শুক্রবার) মৌলালী মোড়ে বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এক অবস্থান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কর্মসূচীতে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই অনাদায়ী দাবি আদায় করা সম্ভব। তাই বন্ধু, সকলেই এগিয়ে আসুন এবং এই আন্দোলন কর্মসূচী সফল করুন।

অভিনন্দন সহ

কেশব ভট্টাচার্য

(কেশব ভট্টাচার্য)

সাধারণ সম্পাদক

সার্কুলার- ০১/২০২১ তারিখ : ০৭ - ০১ - ২০২১

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি
----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

ইংরাজী নতুন বছরে আপনাদের শুভেচ্ছা। আশা রাখি গত বছরের অতিমারী ও সুপার সাইক্লোনের গ্লানি এবং প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।

আপনারা অবগত আছেন যে **HRA** নিয়ে রাজ্য সরকারের ১১-১১-২০২০ র আদেশনামায় কলেজে চাকুরীরত শিক্ষকদের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্বামী অথবা স্ত্রী'র ক্ষেত্রেও উর্দ্ধসীমাটি প্রয়োগ করার বিষয়টি উল্লেখ আছে এবং এই আদেশনামা দেখিয়ে বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকদের নতুন বেতনক্রমের বকেয়া প্রদান সংক্রান্ত সমস্যা তৈরী করা হচ্ছে। এই আদেশনামা প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

D.A. সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামায় **DA** প্রদানের ক্ষেত্রে যে উর্দ্ধসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে অনেকেই এর থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু **UGC** র যে নির্দেশনামা আছে তার সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইতিমধ্যেই সমিতি চিঠি দিয়েছে। আমরা দাবি করছি **DA** প্রদানের উর্দ্ধসীমা **UGC**র আদেশনামা অনুযায়ী করার জন্য।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে আপনারা অবগত হয়েছেন বরিষা বিবেকানন্দ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ও দুজন অধ্যাপিকাকে পাবলিক ইন্টারেস্টে বদলি করা হয় ২০১৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী। কিন্তু অধ্যাপক সমিতি ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে বদলির ব্যাপারে স্থগিতাদেশ আদায় করেছে। ঐ কলেজের শিক্ষকগণ মামলা করেন এবং সমিতি তার বদলি সংক্রান্ত স্থগিতাদেশের কপি তাঁদের পাঠায়। সমিতির স্থগিতাদেশের কপি মহামান্য আদালতে দেখানোর সুবাদেই তাঁরাও স্থগিতাদেশ পান।
বর্তমানে কলেজ সার্ভিস কমিশনে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে তাতে নানা ধরণের অসঙ্গতির কথা শোনা যাচ্ছে। সকলেই অবগত আছেন যে কলেজ সার্ভিস কমিশনের পূর্বতন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একাধিক বিষয়ের মেধা তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি। সমিতি এই স্পর্শকাতর বিষয়গুলি নিয়ে কলেজ সার্ভিস কমিশনকে অবিলম্বে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানাচ্ছে।

স্বনামধন্য অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যেভাবে অসম্মান করার চেষ্টা করছে সমিতি তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করছে এবং ইতিমধ্যেই এর প্রতিবাদ করে সমিতি প্রেস বিবৃতি দিয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েকদিন ধরে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে যে অবস্থা তৈরী হয় তাতে সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করছে। পরীক্ষার নম্বর বেআইনী ভাবে বাড়ানো নিয়ে রাজ্যের বেশ কিছু শিক্ষক হুমকির মুখে পড়ছেন, এর নবতম সংযোজন অধ্যাপক সমিতির এক বরিষ্ঠ পদাধিকারী। সমিতি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন পরীক্ষাকে ঘিরে যে অস্বচ্ছতা, শিক্ষকদের সম্মানহানী ও মানসিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে অধ্যাপক সমিতি।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা না থাকার ফলে সদস্যপদ নবীকরণের কাজ অনেকখানি করা যায়নি। এব্যাপারে আপনাদের অনুরোধ ফেব্রুয়ারি,২০২১ এর মধ্যে সদস্যপদ নবীকরণ করার কাজটি সম্পন্ন করুন।

বর্তমানে সমিতি সপ্তাহে তিন দিন (মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার) খোলা রাখা হচ্ছে। **Online** -এ বা সরাসরি সমিতির দপ্তরে সদস্যপদ নবীকরণের কাজটি করতে পারেন।

সমিতির নতুন **United Bank of India** থেকে **PUNJAB NATIONAL BANK** হয়েছে তার **details** টা দেওয়া হল।

Name : West Bengal College and University Teachers' Association/WBCUTA
Bank : PUNJAB NATIONAL BANK
Branch : COLLEGE STREET BRANCH
IFS Code : PUNB0008320
MICR CODE : 700024205
Account No. 0083010798347

সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন

ধন্যবাদান্তে-

কেশব ভট্টাচার্য

(কেশব ভট্টাচার্য)
সাধারণ সম্পাদক

সার্কুলার- ০২/২০২১ তারিখ : ১০ - ০৬ - ২০২১

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি
----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

আপনারা অবগত আছেন যে করোনার বর্তমান সংক্রমণ ও লকডাউনের জন্য অধ্যাপক সমিতির সমস্ত কাজকর্ম বিলম্বিত হচ্ছে। ২০২০-২০২১ বর্ষের সমিতির সদস্যপদ নবীকরণ ১ জুলাই, ২০২১ থেকে শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি। ২০১৯-২০২০ সালের যে সমস্ত সদস্যপদের টাকা এখনও রাজ্য দপ্তরে জমা পড়ে নি তা' ৩০ শে জুনের মধ্যে অবশ্যই জমা করার ব্যবস্থা করুন। আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে এখন থেকে অনলাইনে সদস্যপদ নবীকরণের অর্থ প্রদান করা যাবে। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেওয়া হল। অর্থপ্রদানের পর ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্তি স্বীকারের মেসেজ শ্রী প্রবীর দাসের ফোন নম্বরে (9836995977) নাম এবং কলেজের নাম সহ পাঠিয়ে দেবেন। কোন সদস্য যদি সরাসরি সদস্যপদ নবীকরণের অর্থ জমা করেন সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের মেসেজ নিজের নাম সহ প্রাইমারী ইউনিটের কনভেনরকেও পাঠিয়ে দেওয়া আবশ্যিক।

Name : West Bengal College and University Teachers' Association

Bank : PUNJAB NATIONAL BANK ; COLLEGE STREET BRANCH,

IFS Code: PUNB0008320

Account No.: 0083010798347

আশাকরি অতীতের মতো আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো।

সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন

ধন্যবাদান্তে-

কেশব ভট্টাচার্য

(কেশব ভট্টাচার্য)
সাধারণ সম্পাদক

সার্কুলার- ৩/২০২১ তারিখ : ২৭-০৮-২০২১

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

আপনারা সকলে অবগত আছেন কোভিড অতিমারির কারণে দীর্ঘ দেড় বছর সারা রাজ্যেই শিক্ষা ব্যবস্থা এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতির মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। কোভিড অতিমারির ভয়াবহতার মধ্যেও নানান সাবধানতা অবলম্বন করে রাজ্য প্রশাসন অন্যান্য ক্ষেত্র যখন পরীক্ষামূলকভাবে খোলার ধারাবাহিক চেষ্টা চালাচ্ছে ঠিক তখন রাজ্যের উচ্চ-শিক্ষাঙ্গন ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করবার কোনো সরকারী প্রয়াস আমাদের নজরে পড়ছে না। রাজ্যের সর্ববৃহৎ শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কোভিড প্রোটোকল মেনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবি জানায়।

এই কোভিড অতিমারির প্রেক্ষাপটে রাজ্যে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে কর্মপ্রার্থীদের অভিযোগ এবং প্রতিবাদ কর্মসূচীকে রাজ্য সরকার যে উপায়ে প্রতিরোধ করছে এবং আন্দোলন অবাঞ্ছিত ও মর্মান্তিক চেহারা নিতে চলেছে সেই বিষয়েও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এই পরিস্থিতি থেকে আগামী প্রজন্মের শিক্ষকদের রক্ষা করতে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি স্বচ্ছতার সাথে যোগ্য কর্মপ্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের দাবি জানায়।

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই রাজ্য সরকারের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী পুনরায় শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পর অধ্যাপক সমিতি প্রথানুসারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে শুভেচ্ছা জানায় এবং উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্ট একাধিক বিষয়ে তার সাথে আলোচনার জন্য সময় চাওয়া হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে কোনো প্রত্যুত্তর আসেনি। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' কার্যকর করবার বিষয়ে এবং UGC নির্দেশিত **Blended mode of learning** নিয়ে রাজ্য সরকারের মতামত আজও আমাদের অজানা। এমতাবস্থায় আসন্ন শিক্ষক দিবসের (৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১) প্রাক্কালে আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২১ শনিবার বিকাল ৩-৩০ মিনিটে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ডাকে এক প্রতিবাদ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে ঐ কর্মসূচীকে সফল করবার জন্য সকল সদস্য বন্ধুদের কোভিড প্রোটোকল মেনে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানাই।

শুভেচ্ছা সহ,

কেশব ভট্টাচার্য

(কেশব ভট্টাচার্য)
সাধারণ সম্পাদক

তারিখ : ১৮ - ০৮ - ২০২২

সার্কুলার- ২/২০২২
কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি
----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়
প্রিয় সাথী,

গত ২৭ জুলাই, ২০২২ কলেজ স্ট্রীটে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে অধ্যাপক সমিতি যে জমায়েত ও বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল তা সফল করার জন্য প্রথমেই আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সম্প্রতি SACT দের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা **[W.P.A.(P) No. 363 of 2022]** দায়ের করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বেশ কিছু সদস্য বন্ধু উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। এই পরিস্থিতি নিরসনে আমরা সর্বতোভাবে তাঁকে পাশে থেকে সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে যদি কোনো বন্ধু সুনির্দিষ্ট কোনো সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তবে অবিলম্বে তাঁদের সমিতির দপ্তরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি। এ বিষয়ে জেলা সম্পাদক ও সভাপতিদের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবসের দিন শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতিসহ সামগ্রিক নৈরাজ্য নিয়ে কলকাতায় একটি বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে। জেলা নেতৃত্বকে এই কর্মসূচিতে যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য বন্ধুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে অনুরোধ করছি। সমাবেশের সময় ও স্থান যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আপনারা অবগত আছেন যে এর মধ্যেই সমিতির নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী আগামী ৩১ আগষ্ট, ২০২২ তারিখের মধ্যে আপনাদের নিজ নিজ কলেজের জেনারেল কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করে তাঁদের নাম সমিতির দপ্তরে পাঠিয়ে দিন।

আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।
অভিনন্দন সহ

কেশব ভট্টাচার্য
(কেশব ভট্টাচার্য)
সাধারণ সম্পাদক

সার্কুলার- ০৩/২০২২ তারিখ : **২৯-০৯-২০২২**

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

আশা করি সকলেই সুস্থ আছেন। আজ বিকাশ ভবনে সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় ও কর্মসমিতির সদস্য সহ নেতৃবৃন্দ মাননীয়া DPI অধ্যাপক জয়শ্রী রায়চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাননীয়া DPI –এর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন নেতৃবৃন্দ। অধ্যাপকদের HRA বিষয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত Spouse দের ceiling চালু করা এবং তা ২০২০ সালের হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অর্ডার মোতাবেক রেট্রোসপেকটিভ এফেক্ট দিয়ে চালু করার তীব্র প্রতিবাদ জানায় ওয়েবকুটা।

SACT 1 এবং 2 ক্যাটেগরির শিক্ষকদের সপ্তাহে কতদিন, কটা ক্লাস এবং প্রতিদিন কত ঘন্টা করে কলেজে উপস্থিত থাকতে হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকার দাবি জানানো হয়। সেই সঙ্গে SACT বন্ধুরা Study Leave – এ গেলে তাঁদের ঐ সময়ের বেতন এককালীন বকেয়া হিসাবে না দিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রদানের দাবি সহ বর্তমান Leave Rule এ Child Care Leave যুক্ত করার দাবি জানানো হয়। দীর্ঘদিন CWTT এবং PTT হিসাবে কর্মরত SACT 1 এবং 2 ক্যাটেগরিতে উন্নীত সহকর্মী বন্ধুদের আনুপাতিক বেতন বৃদ্ধির বিষয়েও DPI-কে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে অনুরোধ জানায়।

আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল Pay-Scale এ সমস্তরে বিরাজ করা অধ্যাপকদের (Ph.D. নিয়ে Stage-4 এ উন্নীত হওয়া এবং Stage-4 এ উন্নীত হয়ে Ph.D ডিগ্রী অর্জনকারীদের) বেতনের ফারাক।

পাশাপাশি নেতৃত্ব ষষ্ঠ পে কমিশনের সুপারিশে ঘোষিত G.O. (No. 1306-(22) –Edn-(U)/EH/1U-77/17 (Dated 30.12.2019) এ UGC নোটিফিকেশনের মান্যতা না দিয়ে ২.০১.২০১৬ থেকে স্কেল নোশনালি চালু করে ০১.০১.২০১৬ থেকে ৩১.১২.২০১৯ পর্যন্ত বকেয়ার বঞ্চনা এবং অর্ডারে UGC এর পরিবর্তে "ROPA" এর আওতায় নতুন বেতনক্রমকে নিয়ে আসার পুনরায় প্রতিবাদ জানায়।

২০০৬ সালের বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অনাদায়ী বকেয়া বেতন (৫.৪ শতাংশ) প্রদানের বিষয়ে নেতৃত্ব DPI কে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণে অনুরোধ জানায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিষয়ে অধ্যাপক সমিতি দীর্ঘদিন যাবৎ ন্যায্য প্রাপ্তির দাবি জানিয়ে আসছে। এ ছাড়া অধ্যাপক সমিতি মাননীয়া D.P.I.কে ২০১৮ তে প্রকাশিত UGC Guideline–এর ভিত্তিতে নতুন CAS Promotion Rules অবিলম্বে প্রকাশের দাবি জানায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই বিষয়ে সমিতি ৫ ডিসেম্বর, ২০২০ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে প্রথম এ বিষয়ে দাবি জানিয়েছিল।

চাকরী জীবন সম্পূর্ণ করা এবং স্বেচ্ছা-অবসর নেওয়া শিক্ষকদের পেনশন চালু করার ক্ষেত্রে বিকাশ ভবনে অনাবশ্যক বিলম্ব হচ্ছে । এ বিষয়ে নেতৃত্ব ক্ষোভ ব্যক্ত করে দ্রুততার সাথে এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

সকল বন্ধুদের শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা জানাই।

ধন্যবাদান্তে,

কেশব ভট্টাচার্য

(কেশব ভট্টাচার্য)

সাধারণ সম্পাদক

সার্কুলার- ০৪/২০২২ তারিখ : ১৪-১২-২০২২

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভূত নজিরবিহীন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। যোগ্য চাকুরী প্রার্থীদের বঞ্চিত করে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেভাবে অযোগ্যদের নিয়োগ করা হয়েছে তা রাজ্যের শিক্ষা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে বিপন্ন করেছে। এই দুর্নীতিমূলক নিয়োগ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সংস্থাগুলির মাধ্যমেই। তাই এই নিয়োগদুর্নীতি রাজ্য সরকারের অজ্ঞাতে কিভাবে সম্ভব হ'লো তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনমানসে। আমাদের আশঙ্কা এই নিয়োগদুর্নীতি পঙ্গু করবে রাজ্যের আগামী কয়েক প্রজন্মের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে। আন্দোলনরত যোগ্য চাকুরী প্রার্থীদের প্রতিবাদ কর্মসূচীকে প্রতিহত করতে রাজ্য প্রশাসন রাতের অন্ধকারে তাঁদের উপর যে বর্বরোচিত আক্রমণ করে, অধ্যাপক সমিতি সেই আক্রমণের প্রতিবাদে গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ কলেজ স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ কর্মসূচীর আয়োজন করে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আয়োজিত এই প্রতিবাদ কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

ইতিমধ্যেই সারা দেশে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কার্যকর হতে শুরু করেছে। সারা দেশের পাশাপাশি আমাদের রাজ্যেও উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়াই এই নয়া শিক্ষানীতির প্রয়োগে অধ্যাপক সমিতি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমাদের আশঙ্কা শিক্ষার এই নতুন অভিমুখ শিক্ষাকে পুরোপুরি বেসরকারীকরণের পথে ঠেলে দিতে বদ্ধ পরিকর। এমতাবস্থায় একমাত্র ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক আন্দোলনই পারে এই একমুখী সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করতে। **এই প্রসঙ্গে সদস্যবন্ধুদের জানাই, আগামী ১৭-১৯ মার্চ, ২০২৩ কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারের এ আই ফুকটোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল সদস্যবন্ধুরা ওই সম্মেলনে যোগ দিতে চান তাঁদেরকে দ্রুত টিকিটের বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ জানাই।**

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি কোভিড অতিমারির পর অধ্যাপক সমিতির ৮৪তম সম্মেলন এবং ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা **আগামী ১১-১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেকানন্দ অডিটেরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন উদ্বোধন করবেন অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়েক।** এবারের সম্মেলনের আয়োজক জেলা হল - দক্ষিণ কলকাতা জেলা কমিটি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি, উত্তর কলকাতা জেলা কমিটি এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটি। এবারের সম্মেলনের প্রতিনিধি চাঁদা ধার্য হয়েছে ৬০০ টাকা (ছশো টাকা) । আশাকরি সদস্যবন্ধুরা এই পরিস্থিতিতে আসন্ন সম্মেলনকে সফল করতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ প্রথমার্ধে একটি জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের আলোচ্য বিষয় - **'স্বাধীনতার ৭৫ বছর : দেশের শিক্ষা চিত্র'**।

শিক্ষা আইন, **CWTT** এবং **PTT, HRA** সংক্রান্ত মামলাগুলি বিচারাধীন। আমাদের আশা সমিতির আইনী লড়াইয়ে সত্যের জয় হবেই। শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ যাতে মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু রেখে পেশায় যুক্ত থাকতে পারেন তা নিশ্চিত করতে সমিতি বদ্ধপরিকর। এই আইনী লড়াইয়ের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এখনও যারা সমিতির সংগ্রাম তহবিলে ন্যূনতম তিনশো টাকা অনুদান দেননি, আশাকরি অতি দ্রুততার সঙ্গে তা তাঁরা সমিতির অফিসে জমা করবেন।

সকল সদস্যবন্ধুদের জানাই বড়দিন ও নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদান্তে-

(কেশব ভট্টাচার্য)
সাধারণ সম্পাদক